

"মিষ্টি বাচ্চারা -- বাবা আর দাদারও (ব্রহ্মাবাবার) চমৎকার একটি কাহিনী আছে, বাবা যখন দাদার (ব্রহ্মাবাবার) শরীরে প্রবেশ করেন তখন তোমরা ব্রহ্মাকুমার-কুমারী উত্তরাধিকারের অধিকারী হও"

প্রশ্ন :- নিশ্চিত ড্রামার রহস্য জেনেও তোমাদের বাচ্চাদের কোন লক্ষ্যে স্থির হতে হবে?

উত্তর :- পুরুষার্থ করো এবং দ্রুতগতিতে এগিয়ে যাও অর্থাৎ বিনাশের পূর্বে বাবার স্মরণে থেকে কর্মজীত হওয়ার লক্ষ্যে স্থির হতে হবে । কর্মজীত অর্থাৎ আয়রন এজেড থেকে গোল্ডেন এজেড (তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান) হতে হবে। পুরুষার্থে খুবই অল্প সময় আছে , তাই বিনাশের পূর্বে নিজেদের অবস্থাকে অচল-অডোল করতে হবে ।

ওম শান্তি । ওম শান্তি । কারা দুজন ওম শান্তি বললেন ? এক ছিলেন বাবা , আর এক ছিলেন দাদা । গল্প শোনানো হয়েছে, না , এক ছিল রাজা আর এক ছিল রানী । এবার এইসব হলো নতুন কথা । এক বাবা আর এক দাদা , তোমরা বলবে পাঁচ হাজার বছর পূর্বেও এক ছিলেন শিববাবা আর অপর জন ছিলেন ব্রহ্মা দাদা । এবার শিবের সন্তান তো সকলেই । সকল আত্মারা এক বাবার সন্তান তো হয়ই । ব্রহ্মার সন্তানরা ব্রাহ্মণ হয় । প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তান হল ব্রহ্মাকুমার-কুমারী । তাদের পড়ান কে ? স্বয়ং শিববাবা (ঈশ্বর)। প্রজাপিতা ব্রহ্মার ব্রহ্মাকুমার-কুমারী ঢের হয় , তাই না! ব্রহ্মাকুমার-কুমারী অর্থাৎ আমরা শিববাবার সন্তানও, আর পৌত্রও । আত্মা হিসেবে সন্তান তো হয়ই , এখন পৌত্র হয়েছে, ব্রহ্মা দ্বারা দাদুর (শিববাবার) নিকট থেকে অধিকার প্রাপ্ত করতে । এখন তোমাদের দাদুর নিকট থেকে অধিকার প্রাপ্ত হয় , যাঁকে শিববাবা বলা হয় । কিন্তু ব্রহ্মাকুমার-কুমারী হওয়ার কারণে ওঁনাকে আমরা দাদাও বলি । অধিকার দাদুর হয় , ব্রহ্মাদাদার নয় । বৈকুণ্ঠ বাসী হওয়ার অধিকার বাবার নিকট থেকে প্রাপ্ত হয় । অর্দ্ধকল্প অধিকার প্রাপ্ত হওয়ার পরে তোমরা রাবণ দ্বারা অভিষিক্ত হও নীচে নামবার । যেমন গ্রহের দশা লাগলে নীচে নামা হয় । এবার তোমরা বাচ্চারা বুঝেছো যে আমাদের রাহুর দশা সমাপ্ত হয়েছে । রাহুর দশা হলো সবচেয়ে খারাপ । উষ্ণ থেকে উষ্ণ হলো বৃহস্পতির দশা , রাহুর দশা লাগলে পাঁচ বিকারের ফলে আমরা কালো হয়ে যাই । এবার আবার বাবা বলেন দাও দান তো ছুটে গ্রহণ অর্থাৎ গ্রহণ মুক্ত হও । হচ্ছে তোমাদের কথা, তারা আবার সূর্য চন্দ্রমার গ্রহণ বোঝে । যখন গ্রহণ লাগে তখন দান চাওয়া হয় । এখানে বাবা তোমাদের বলেন যে পাঁচ বিকারের দান দিয়ে গ্রহের দশা থেকে মুক্ত হও । এই বিকারের দ্বারাই তোমরা পাপ আত্মা হয়েছে । আসল হল দেহ অভিমান। প্রথমে সতোপ্রধান ছিলে, তারপর রজো, তমো হয়েছে । চুরাশী জন্ম গ্রহণ করেছে । এটা তো নিশ্চয় আছে যে দেবতারাই চুরাশী জন্ম গ্রহণ করে । তাই তাদের প্রথম বাবার নিকট থেকে অধিকার প্রাপ্ত হওয়া দরকার । গায়ন আছে আত্মা পরমাত্মা আলাদা ছিলবহুকাল । বাবা বলেন প্রথম প্রথম তোমাকে সত্যমুগে পাঠিয়েছিলাম । তারপর এখন তুমিই এসে মিলিত হয়েছে । প্রথমে তো শুধু গান গাইতে, ঐসবের যথার্থ অর্থ তো বাবা এখন বসে বোঝাচ্ছেন । সব বেদশাস্ত্র, জপ ,তপ, স্লোগান ইত্যাদি যা আছে , সবারই সার বাবা এখন বসে বোঝাচ্ছেন । চক্র তো খুবই সহজ । এখন

কলিযুগের আর সত্যযুগের সঙ্গম হয় । লড়াই তো সামনে দাঁড়িয়ে আছে । এখন তোমাদের নিশ্চয় আছে যে এবার সত্যযুগের স্থাপনা হবে । কলিযুগে যতজনও আছে , তাদের সকলের শরীর শেষ হবে আর বাকি আত্মারা পবিত্র হয়ে হিসেব নিকেশ মিটিয়ে যাবে । এখন হলো বিনাশের সময় । আত্মারা শরীর ত্যাগ করে পরমধাম যাবে । এইসব এখন তোমাদের বুদ্ধিতে ভরে আছে , যতক্ষণ আমরা কর্মাজীত অবস্থা প্রাপ্ত না করছি , ততক্ষণ আমরা সঙ্গমে দাঁড়িয়ে আছি । একদিকে কোটি কোটি মনুষ্য আর অপরদিকে তোমরা অল্প কজন । তোমাদের মধ্যেও অনেক আছে , যারা নিশ্চয় বুদ্ধিধারী হয় । নিশ্চয় বুদ্ধি বিজয়ন্ত্রী, তারাই গিয়ে বিষ্ণুর গলার মালা তৈরী হবে । এক হলো রুদ্রাক্ষের মালা, দ্বিতীয় হলো রুণ্ড মালা । ঐ রুণ্ড মালায় ছোট ছোট চেহারা (মুণ্ড) থাকে , এই মালার এই চিহ্নই হয় । আমরা আত্মারাই বাবার গলার মালার দানা তৈরী হবো , তারপর ক্রমানুসারে এখানে আসবো । মালা আটের হয় , একশত আটের হয় আবার ষোলো হাজার আটেরও হয় । এবার ষোলো হাজার অথবা পাঁচ -দশ হাজার , এর কোনো হিসেব বার করা হয় না । এই মালাই গাওয়া হয় । বাবা বলেন এইসব তোমরা চিন্তা করো কেন? পূর্বে কল্পে সত্যযুগ ত্রেতায় যারা রাজা হয়েছিল, তারাই হবে । এবার সেটা একশো হোক বা দুশো তিনশো, জিজ্ঞাসা করার কিছুই নেই । বাবা বলেন যে তোমরা যত নিকটে আসতে থাকবে তত এইসব বুঝতে থাকবে । আজ আমরা এখানে আছি , কাল বিনাশ হবে । সত্যযুগে তারপর অল্প কিছু দেবীদেবতা হবে , পরে বুদ্ধি প্রাপ্ত করতে থাকবে । খুব শীঘ্রই কলিযুগের সমাপ্তি আর সত্যযুগের আগমনের দৃশ্য দেখা যাবে । বাকী লাখ গিয়ে থাকবে , এবার লাখ থাকবে না নয়-দশ লাখ থাকবে , এটা হুবহু বলা যাবে না । তবে হ্যাঁ , তুমি যখন একুরেট সম্পূর্ণ হওয়ার যোগ্য হবে, তখনই তোমার আরও বেশী সাক্ষাৎকার হবে । এখন তো অনেক কিছুই বোঝার আছে । সাক্ষাৎকার অনেক হতে থাকবে । লড়াইয়ের তৈয়ারীও শুরু আছে । সব জিনিসেরই দাম বাড়ছে । বিলেতেও এবার অনেক টাক্স লাগবে । অনেক অনেক মূল্য বৃদ্ধি আবার একদম সস্তা হয়ে যাবে । সত্যযুগে কোনো জিনিসের খরচা হবে না । সব খনি ভরপুর থাকবে । নতুন দুনিয়ায় ধন, সম্পদ প্রাচুর্যে ভরা থাকবে । লক্ষ্মী নারায়ণের কাছেও অনেক ঐশ্বর্য ছিল, তাই না! শ্রীনাথ দ্বারেও মূর্তিদের সামনে অতি সৌন্দর্যের সহিত ভোগ নিবেদন করা হয় । সেখানে অনেক জিনিস তৈরী করা হয় আর খাওয়াও হয় । তারা বলে যে দেবতাদের ভোগ নিবেদন না করলে তারা নাকি রেগে যান । এবার এখানে রেগে যাওয়ার কি আছে ! তুমি তো কারও ওপরেই রাগ করো না । জানো যে ড্রামা অনুসারে বিনাশ হওয়ারই আছে । কলিযুগ পরিবর্তন হয়ে সত্যযুগ হবে । আমরা ড্রামা অথবা নাটককে বুঝেছি যে নাটক অনুসারে এখন নতুন চরু প্রারম্ভ হওয়া বাকী আছে । তুমিও নাটকের বশে বশীভূত আছো । নাটক অনুসারে বাবাও এসেছেন । নাটকে এক মিনিটও নীচে ওপরে হয় না । তোমরা দেখলে যে বাবা যেমন এই কল্পে এলেন, সেইরকম কল্পে পরেও বাবা আসবেন । শাস্ত্রে তো কল্পের আয়ু অনেক লম্বা লিখেছে । এখন তোমাদের বাচ্চাদের বুদ্ধিতে আছে যে বিনাশ সামনে দাঁড়িয়ে আছে । এখন তুমি পুরুষার্থ করে জ্ঞানের খাজানাকে আত্মসাৎ করছো । তোমরা জানো বাবাকে স্মরণ করে আমাদের কর্মাজীত অবস্থা প্রাপ্ত করতে হবে অর্থাৎ স্মরণের দ্বারা তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হতে হবে । যদি এখনও পুরুষার্থ না করো , তাহলে পদ ভ্রষ্ট হবে । হে আত্মারা এখন তোমরা পতিত হয়ে গেছো । এইসবও জানো যে অনেক আসবে , যারা অন্য ধর্মে আছে , তারাও বেরিয়ে আসবে । ব্রাহ্মণ ধর্মে না আসলে দেবতা ধর্মে কিভাবে যাবে । ব্রাহ্মণ তো দিন প্রতিদিন বৃদ্ধি পাবে । যখন দেখবে বিনাশ সামনে দাঁড়িয়ে, তখন বলবে যে এরা তো ঠিক আর বৃদ্ধি হতে থাকবে । ব্রাহ্মণদের

ঝাড় যখন বৃদ্ধি পেয়ে ভরে যাবে, তখন আমরা ঘরে ফেরত যাবো আর দেবতাদের ঝাড় বৃদ্ধি পাবে ।

এখন তোমরা সঙ্গমে রাজযোগ শিখছো । এই সঙ্গমকে কল্যাণকারী যুগ বলা হয় । সঙ্গমেই গায়ন আছে যে গঙ্গা সাগরের মেলা দেখানো হয় । সবকিছুই হয় ভক্তি মার্গের । আর তোমরা হলে জ্ঞানসাগর আর জ্ঞানসাগর থেকে বেরোনো জ্ঞান গঙ্গা । জ্ঞান সাগর থেকেই পতিত পাবন অক্ষরটি লাগে । মানুষরা বোঝে পতিত পাবনী হয় গঙ্গা, আর সেই কারণেই তারা গঙ্গায় স্নান করতে যায়। এইসব নদী তো সত্যযুগ থেকে চলে আসছে , তবে আজকাল তো নদীই আবার কখনও কাউকে কোথাও ডুবিয়ে দেয় । প্রকৃতিও তমোপ্রধান, সাগরও তমোপ্রধান হয়ে পড়েছে । এবার সাগর একটু উথালপাতাল করলেই সবকিছু শেষ হয়ে যাবে । সত্যযুগে শুধুমাত্র আমরা অল্পই কজন ভারত ভূমির যমুনা কর্তে গিয়ে থাকবো । দিল্লি পরীস্থান ছিল, আবার দিল্লিই পরীস্থান হবে । সত্যযুগে অল্পই জীব আত্মা থাকে , তারপর ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে । এখন হলো কলিযুগের অন্তিম সময় । কত বিশাল মনুষ্য হয়ে গেছে, এবার হচ্ছে তো বেহদের নাটক, যেটাকে ভালো ভাবে বুঝতে হবে । যদিও কেউ নিজেকে অভিনেতা বোঝে, কিন্তু কল্প যে পাঁচ হাজার বছরের হয় , সেটা জানে না । কোথায় চুরাশী জন্ম , আর কোথায় চুরাশী লাখ । এখন তোমরা জ্ঞানের আলোকে আলোকিত । তোমরা বাবার নিকট থেকে অধিকার প্রাপ্ত করো । বাবা বলেন মনমনাভব অর্থাৎ নিরন্তর বাবাকে স্মরণ করতে হবে । শিব ভগবানুবাচ, কৃষ্ণ খোড়াই জ্ঞানের সাগর । ভগবানের মহিমায় আর দেবতাদের মহিমায় অনেক তফাত থাকে । বাবা যে নতুন রচনা করেন, তাদের মহিমা হলো সর্বগুণসম্পন্ন , এখন তোমরা এইরকম তৈরী হচ্ছে । বাবার মহিমা আর এদের মহিমায় রাতদিনের তফাত আছে । রাজযোগ হয় , তাই তো! গায়ন আছে যে ভগবান রাজযোগ শেখান । তিনি হলেন নিরাকার, সেই কারণে ঔঁনাকে নিরাকার থেকে সাকারে আসতে হয় । ভগবানের এত মহিমা আছে যে ঔঁনাকে আসতে হয় । ঔঁনার জন্ম হলো দিব্য অলৌকিক আর কারও দিব্য জন্ম গায়ন হয় না। বাচ্চাদের এইসবও বোঝানো হয়েছে যে এক হলো অলৌকিক পিতা, দ্বিতীয় হলো পারলৌকিক পিতা, ঔঁনাকেই ভগবান বলে স্মরণ করা হয় আর তৃতীয় হলো অলৌকিক পিতা । ইনি হন অতি উত্তম পিতা । বাবা দত্তক নেন তো তাই মাঝে এই অলৌকিক এসে যায় । প্রজাপিতা ব্রহ্মার কত ঢের বাচ্চা আছে , শিববাবা এসে ব্রহ্মা দ্বারা তোমাদের আপন বানান । কত ব্রহ্মাকুমার-কুমারী হয়েছে । লৌকিক পিতার তোমার আট দশটা বাচ্চা হয় । আচ্ছা, শিববাবাও পারলৌকিক পিতা । ঔঁনার তো অনেক বাচ্চা হয় । এবার সকল আত্মারা বলে যে আমরা সবাই হলাম ভাই-ভাই । এই সঙ্গমে আমরা আমাদের অলৌকিক পিতাকে পেয়েছি । এইসব জ্ঞান তোমাদের ওখানে থাকবে না । প্রজাপিতা ব্রহ্মা বাবা তখনই মিলিত হয় , যখন বাবা এসে নতুন সৃষ্টির রচনা করেন , তাহলে অলৌকিক জন্ম হলো কিনা! এইসব কেউই বুঝতে পারে না । লৌকিক, তারপর পারলৌকিক আর এই হলো অলৌকিক পিতা । লৌকিক পিতা তো সত্যযুগ থেকে হয়ে আসছে । পারলৌকিক পিতাকে তো সেখানে কেউই স্মরণ করে না । সেখানে হয়ই একজন পিতা । হে ভগবান, হে পরমাত্মা বলে কেউ স্মরণ করে না । তারপর দ্বাপরযুগে যখন ভক্তি মার্গ শুরু হয়, তখন পিতা দুজন হয় আর সঙ্গমে হয় তিনজন । প্রজাপিতা ব্রহ্মাকেও এখন পেয়েছি, এখন তোমরা ঔঁনার হয়েছে । জানো তোমরা ইনি হলেন অলৌকিক পিতা । এখন তোমরা এইসব কথাতে ভালো ভাবে বুঝেছো আর স্মরণ করছো । নিজেকে আত্মা বুঝে বাবাকে স্মরণ করো । সত্যযুগে স্মরণ করার দরকার নেই । সবাই দুঃখে পারলৌকিক পিতাকে স্মরণ করে । এইসব তো একদম সহজ কথা । সত্যযুগ ত্রেতায়

বাবা এক হয় , দ্বাপরে দুজন বাবা হয় । এই সময়ে তোমরা অলৌকিক বাবার সন্তান হয়েছো, যার দ্বারা তোমরা অধিকার প্রাপ্ত করো । তোমরা বাম্ভারাই ব্রাহ্মণ তৈরী হও, যারাই পরে গিয়ে দেবতা হবে । তোমাদেরই বিনাশকে দেখতে হবে , যেটা তোমরা বাম্ভারা এই দুই চোখ দ্বারা দেখবে । বম্ভস যেগুলি ফেলবে তাতে তো কত মনুষ্য মরবে, তাই না! জাপানে যখন বম্ভস ফেলেছিল, তখন দেখেছো না, কত মনুষ্য মরেছে । এবার এখানেও লড়াই হতে থাকবে । নিজেরাও তো বলো বিরক্ত লাগছে । দশ-দশ বছর পর্যন্তও লড়াই চলে । বম্ভসে তো সেকেন্ডে সবকিছু শেষ হয়ে যাবে । একটু আগুন লাগলেই তো শহর নষ্ট হয়ে যায় আর এটা তো বম্ভস হয় । তবে আগুনও লাগবে । তোমরা বাম্ভারা জানো যে বাবা আসেনই স্থাপনা আর বিনাশ করাতে । তাই এইসব তো হবেই । পুরুষার্থ করার এখনই সময় । মায়া মুহূর্তে মুহূর্তে তোমাদের বুদ্ধিযোগ ভেঙ্গে দেয় । তোমরা অডোল স্থির হয়েছো কি ? বাবা মায়ার তুফান অনেক আসে । কেউ কেউ তো সারাদিনে আধা ঘন্টাও স্মরণ করে না । বাবা বলেন যে তোমরা হলে কর্মযোগী । আট ঘন্টা তো এই সেবা করবে! আট ঘন্টা স্মরণ তো করতে পারো, আর এতোটা পুরুষার্থ করতে হবে । স্মরণে থাকলেই বিকর্ম বিনাশ হবে । একেই বলা হয় যোগ অগ্নি । আর এটাই হলো পরিশ্রম । গৃহস্থ ব্যবহারে থেকেও শুধুমাত্র স্মরণ করতে হবে । বাবা এটাও বলেন যে যারা গৃহস্থ ত্যাগ করে বাম্ভা হয়েছে, তারাও এতো স্মরণ করে না, যত গৃহস্থীরা স্মরণ করে । অর্জুন আর একলব্যের উদাহরণ আছে না ! পরিশ্রম হলো বাবাকে স্মরণ করা আর চক্রকে বোঝা । মহাভারতের লড়াই তো অবশ্যই লাগবে । সত্যযুগে এইসব লড়াই খোড়াই থাকে । তোমাদের বাম্ভাদের তো অন্ধের যষ্টি হতে হবে । সকলকে বাবাকে স্মরণ করার পথ দেখাতে হবে আর চক্রকে স্মরণ করতে হবে । স্ব-দর্শন চক্রধারী তৈরী হও । আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি (সিকীলধে) বাম্ভাদের প্রতি মাতাপিতা বাপদাদার স্নেহ সুমন আর সুপ্রভাত ।
রুহানী বাবার রুহানী বাম্ভাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার:-

- ১) কমপক্ষে আট ঘন্টা স্মরণে থাকার পুরুষার্থ করতে হবে । নিজের অবস্থাকে অচল অডোল রাখার জন্য স্মরণের অভ্যাসকে বাড়াতে হবে । গাফিলতি করা চলবে না ।
- ২) ড্রামা একদম এক্যুরেট তৈরী হয়েছে, এইজন্য কারও ওপরে রাগ করা উচিত নয় । নিশ্চয় বুদ্ধিধারী হতে হবে ।

বরদান :- স্নেহী হওয়ার গুহ্য রহস্যকে বুঝে সর্বকে রাজী করাতে রাজযুক্ত, যোগযুক্ত ভব !

যে বাম্ভারা এক সর্বশক্তিমান বাবার স্নেহী হয়ে থাকে ,তারা সর্ব আত্মাদের স্নেহী স্বতঃ হয়ে যায় । এই গুহ্য রহস্যকে যারা বুঝে যায় , তারা রাজযুক্ত যোগযুক্ত অথবা দিব্য গুণ দ্বারা যুক্তিযুক্ত তৈরী

হয় । এরকম রাজযুক্ত আত্মারা সৰ্ব আত্মাদের সহজেই রাজী করিয়ে নিতে পারে । যারা এই রহস্যকে বোঝে না, তারা কখনো অন্যদের বিরক্ত করে আবার কখনও নিজেই বিরক্তির ভাব প্রকাশ করে । এইজন্য সदा স্নেহীর রহস্যকে জেনে রাজযুক্ত হও ।

স্লোগান:- যারা নিমিত্ত হয় , তারা দায়িত্ব সামলেও সदा হাস্য থাকে ।